

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat



বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৬



জাতীয় বাজেট ২০২৬-২০২৭: সারসংক্ষেপ
বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

সহযোগিতায়



১. প্রেক্ষাপট

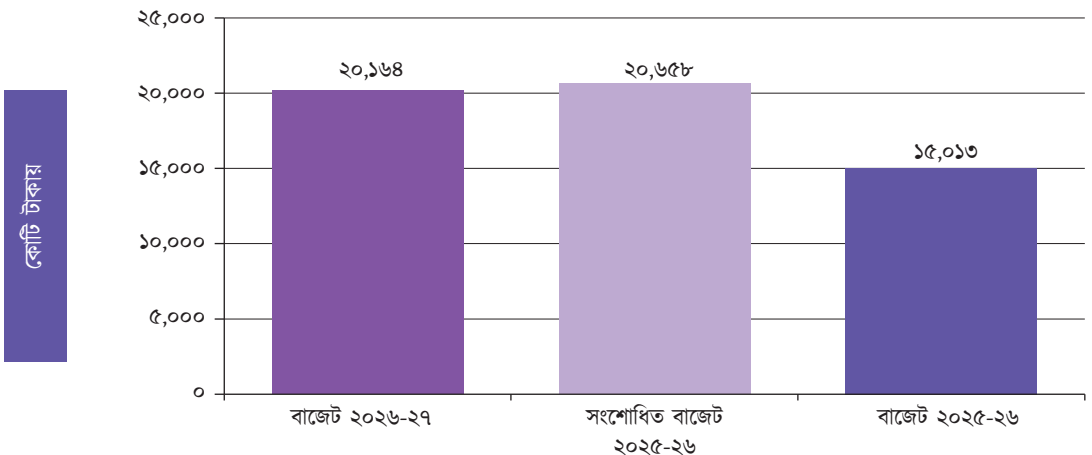
বর্তমান সরকার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারেও সাইবার নিরাপত্তা, বিপিও, এআই-ডেটা, সেমিকন্ডাক্টর ও ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ – এই পাঁচটি খাতে সরাসরি ২ লাখ এবং ফ্রিল্যান্সিং ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের মাধ্যমে পরোক্ষ আরও ৮ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার এবং আইসিটি খাতের জিডিপিতে অবদান ৫ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছিল [১]। সেই ধারাবাহিকতায়, ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ নীতির আলোকে শিল্প বিপ্লব ৪.০ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে একটি ভবিষ্যৎমুখী ও প্রযুক্তি-অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে সরকার।

ইতোমধ্যে ফ্রিল্যান্সারদের বিদেশি আয় গ্রহণে ব্যাংকিং জটিলতা দূর করতে পেপ্যাল চালুর কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে দুই লাখ (২,০০,০০০) ফ্রিল্যান্সারকে আইডি কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনার আওতায় সাত হাজার পাঁচশত (৭,৫০০) জনকে আইডি কার্ড দেওয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বিষয়ে দুই হাজার চারশত (২,৪০০) জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে [২]। ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাসে এক হাজার পাঁচশত (১,৫০০) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই সংযোগ এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের জন্য ‘এডু-আইডি’ চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শহর ও গ্রাম নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের জন্য নির্ভরযোগ্য উচ্চগতির ইন্টারনেট, পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বে আধুনিক ‘কানেক্টিভিটি মাস্টারপ্ল্যান’ বাস্তবায়ন এবং ৯৯.৯৯৯% নেটওয়ার্ক নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে [৩]। অর্থবছর ২০২৬-২৭ বাজেটেও বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্যতম অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছিল ১৫ হাজার ১৩ কোটি টাকা, যা ছিল মোট বাজেটের ১.৯ শতাংশ। পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে এই বরাদ্দ বাড়িয়ে ২০ হাজার ৬৫৮ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা সংশোধিত মোট বাজেটের ২.৬ শতাংশ। আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২০ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ২.১ শতাংশ। অর্থাৎ, আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ, চলমান অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২.৪ শতাংশ কমানো হয়েছে।

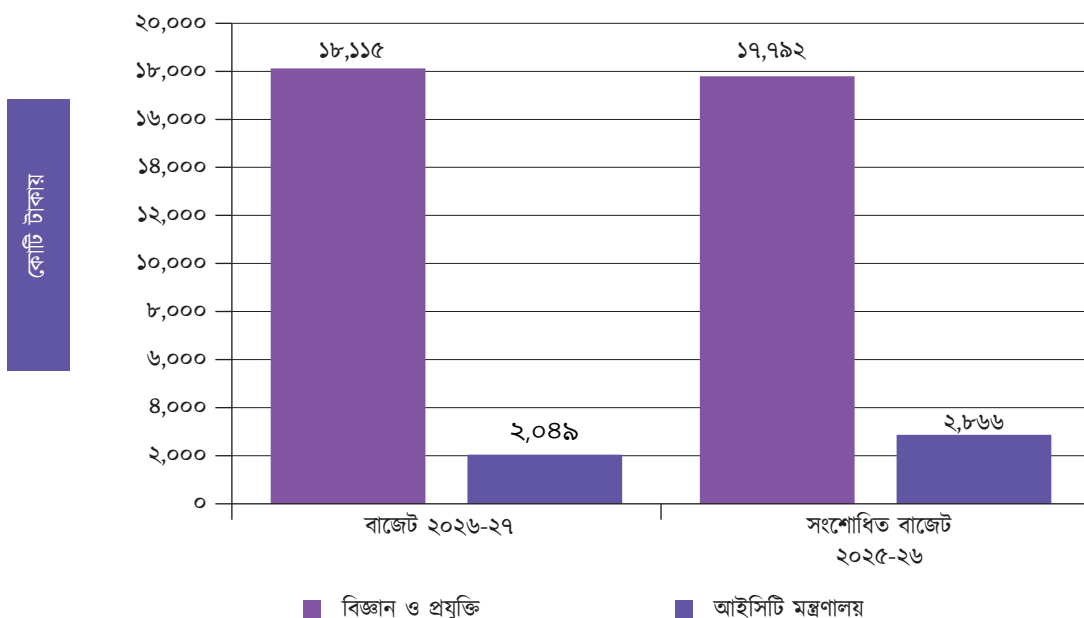
লেখচিত্র ১: বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বাজেট বরাদ্দ (পরিমাণ এবং শতাংশে)





তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-২।

লেখচিত্র ২: বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাবনা



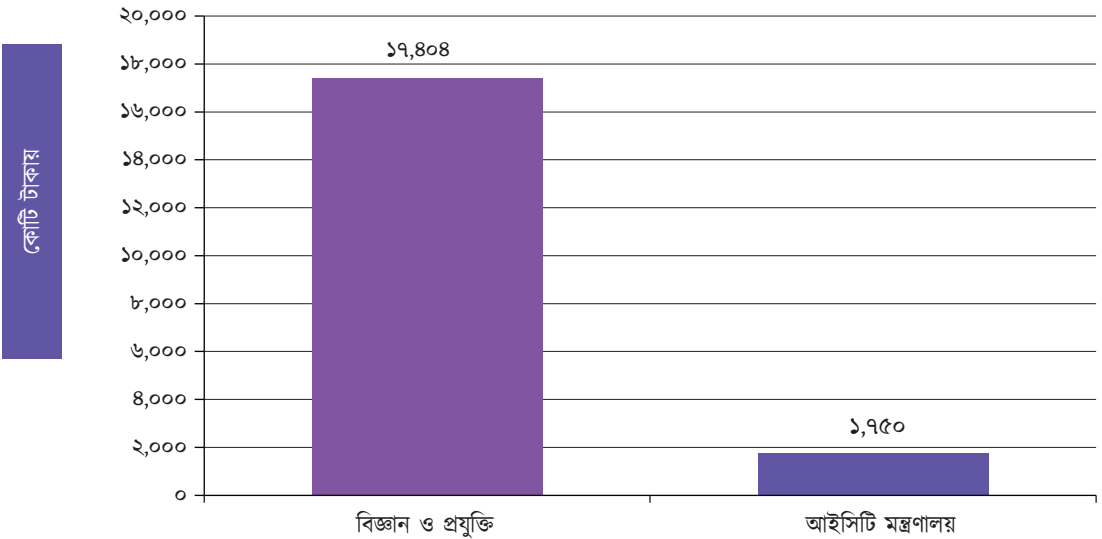
তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-২।

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জন্য, যার বরাদ্দের পরিমাণ ১৮ হাজার ১১৫ কোটি টাকা। অপর দিকে প্রস্তাবিত বাজেটে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের জন্য বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ২ হাজার ৪৯ কোটি টাকা।

৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ প্রস্তাবনা

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ১৯ হাজার ১৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে যার ৯০.৯ শতাংশ ব্যয় হবে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে (লেখচিত্র ৩)। এছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রস্তাবনা করা হয়েছে ১ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ ছিল ১৯ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা।

লেখচিত্র ৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দ প্রস্তাবনা



তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-১০।

৪. উপসংহার

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, উদ্ভাবনবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি ডিজিটাল অবকাঠামোর সম্প্রসারণকে সামনে রেখে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি অপরিহার্য। এই অগ্রাধিকারগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে দেশে একটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত পরিবেশ (ইকোসিস্টেম) গড়ে তুলতে পারলে, তা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

তথ্যসূত্র: [১] Bangladesh Nationalist Party (BNP) Manifesto.

[২] <https://www.dhakapost.com/national/446827>

[৩] <https://www.radiotodaynews.com/national/news/78751>

[৪] Bangladesh Nationalist Party (BNP) Manifesto.